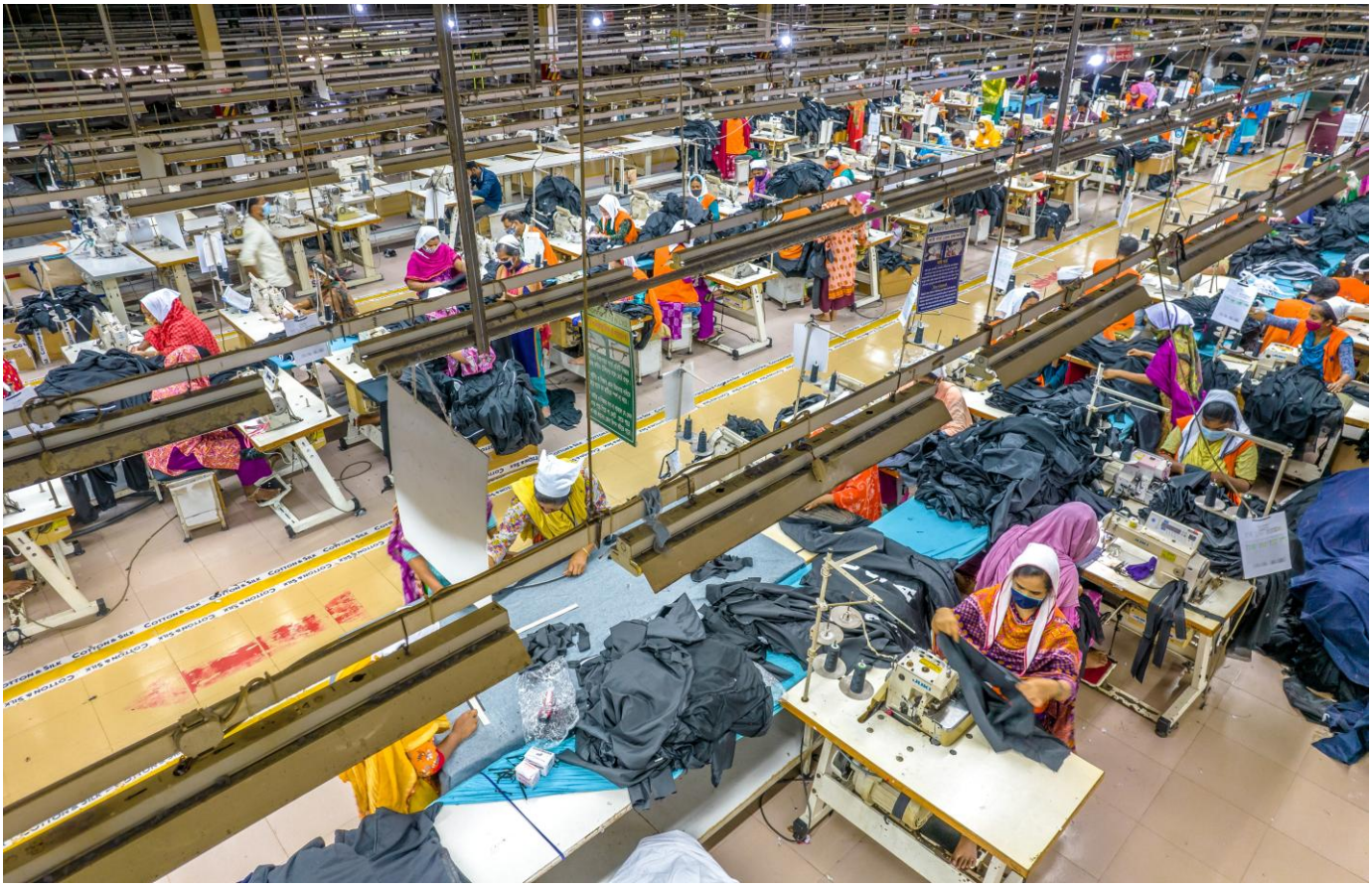

ফ্যাশন দ্বারা পরিত্যক্ত:

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর জরুরি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা :অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে ব্র্যান্ডগুলোর প্রতিক্রিয়া।

AMNESTY INTERNATIONAL

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্দোলন যা ১০ মিলিয়ন মানুষকে একত্রিত করে এবং সকলের মানবতা জাগিয়ে তোলে। এটি এমন পরিবর্তনের জন্য প্রচারণা চালায় যাতে আমরা সবাই আমাদের মানবাধিকার ভোগ করতে পারি। আমরা এমন একটি বিশ্বের কথা বলি যেখানে ক্ষমতাসীনরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আন্তর্জাতিক আইনকে সম্মান করে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। আমরা যেকোনো সরকার, রাজনৈতিক আদর্শ, অর্থনৈতিক স্বার্থ বা ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ এবং আমরা প্রধানত আমাদের সদস্যপদ থেকে ও ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করি। আমরা বিশ্বাস করি যে, সর্বত্র মানুষের সঙ্গে সংহতি ও সহমর্মিতায় কাজ করার মাধ্যমে আমাদের সমাজগুলোকে আরও উন্নত করা সম্

© অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৫
যদি অন্যথা উল্লেখ না করা হয়, এই নথির বিষয়বস্তু ক্রিয়েটিভ কমন্স (অ্যাট্রিবিউশন, বাণিজ্যিক নয়, পরিবর্তন নয়, আন্তর্জাতিক ৪.০) লাইসেন্সের আওতায় লাইসেন্সকৃত। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
আরও তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের অনুমতি সংক্রান্ত পৃষ্ঠাটি দেখুন:
www.amnesty.org
যেসব উপাদান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ব্যতীত অন্য কোনো কপিরাইট মালিকের নামে সংযুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতাভুক্ত নয়।

প্রথম প্রকাশ: ২০২৫
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
পিটার বেনেনসন হাউস, ১ ইস্টন স্ট্রিট
লন্ডন WC1X 0DW, যুক্তরাজ্য

সূচক নম্বর:এএসএ ০৪/৮৯৩০/২০২৫
মূল ভাষা: ইংরেজি

← ছবি: গেটি ইমেজেস

AMNESTY INTERNATIONAL

amnesty.org

কার্যনির্বাহী সারসংক্ষেপ

এই ব্রিফিংয়ের লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকারের প্রতি তাদের নীতিমালা, প্রতিশ্রুতি ও সক্রিয় প্রচারের গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং উৎসাহিত করা। এতে সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করতে ব্র্যান্ডগুলোর জন্য গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, এটি নিম্ন মজুরি, অতিরিক্ত কাজের চাপ, হয়রানি, প্রাতিষ্ঠানিক লিঙ্গ বৈষম্য এবং যৌন সহিংসতার মতো শিল্পজুড়ে প্রচলিত মানবাধিকার লঙ্ঘন কমানোর জন্য সমাধানের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।[1]

এই ব্রিফিংয়ে ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর দায়িত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যা জাতিসংঘের "সংরক্ষণ, সম্মান এবং প্রতিকার" কাঠামো (UN Guiding Principles) বাস্তবায়নের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত। এতে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে কীভাবে ফ্যাশন কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও কারখানার নিয়োগকর্তাদের ব্যর্থতাকে আরও জটিল করে তোলে। এই ব্রিফিংয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর সরবরাহ শৃঙ্খলে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টার ঘাটতি এবং উন্নতির সুযোগগুলো বিশ্লেষণ করেছে। এতে তুলে ধরা হয়েছে যে, শিল্পের জটিল সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং বেসরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান মডেল কীভাবে দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ তৈরি করে এবং প্রধানত নারী গার্মেন্ট শ্রমিকদের শ্রমকে অবমূল্যায়ন করে। এই মডেলটি একটি শোষণমূলক ব্যবসায়িক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে, যা ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর মূল থেকে সংস্কার করা জরুরি। আমরা সুপারিশ করেছি যে এই কোম্পানিগুলো কীভাবে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আরও কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই ব্রিফিংটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের *"স্টিচড আপ: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার"* প্রতিবেদনটির সঙ্গে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করে এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরবরাহকারী কারখানার নিয়োগকর্তাদের ভূমিকা তুলে ধরে।[2]

গবেষণার পদ্ধতি

এই ব্রিফিংটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত পরিচালিত গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরি। জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৪ এর মধ্যে, আমাদের গবেষকরা ৮৮টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন (যার মধ্যে ৬৪ জন শ্রমিক, যার মধ্যে ১২ জন ইউনিয়ন নেতা এবং শ্রম অধিকার কর্মী অন্তর্ভুক্ত)। এদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিলেন নারী। এছাড়া, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ১৪ জন শ্রম সংগঠক, কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নিয়েছে। প্রতিশোধের ঝুঁকির কারণে, এই প্রতিবেদনে সকল সাক্ষাৎকারদাতার নাম গোপন রাখা হয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গত ৩০ বছরে গার্মেন্ট শিল্পে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে বাইরের সংস্থাগুলোর পরিচালিত গবেষণা বিশ্লেষণ করেছে। এর মধ্যে স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনগুলোর গবেষণা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গার্মেন্ট কারখানাগুলোর কাজের পরিবেশ, শ্রম সংগঠনের চ্যালেঞ্জ এবং সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে গ্লোবাল এনজিও, জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর প্রতিবেদনগুলোও বিশ্লেষণ করেছে।

---

[1] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, "সেলাই করে বাঁধা: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার" (সূচক: এএসএ ০৪/৮৯২৯/২০২৫), ২৭ নভেম্বর ২০২৫, https://www.amnesty.org/en/documents/asa04/8929/2025/en/

[2] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, "সেলাই করে বাঁধা: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার" (সূচক: এএসএ ০৪/৮৯২৯/২০২৫), ২৭ নভেম্বর ২০২৫, https://www.amnesty.org/en/documents/asa04/8929/2025/en

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে ৯টি দেশের ভিত্তিক ২১টি প্রধান ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতার কাছে একটি জরিপ পাঠায়। এই জরিপে তাদের নীতিমালা, পর্যবেক্ষণ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা, লিঙ্গ সমতা এবং ক্রয় চর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়।[3] ২১টি কোম্পানির মধ্যে অ্যাডিডাস, এএসওএস, ফাস্ট রিটেইলিং, ইন্ডিটেক্স, অটো গ্রুপ এবং প্রাইমার্ক পূর্ণাঙ্গ উত্তর প্রদান করে।

এই ব্রিফিংয়ে জরিপের ফলাফল এবং জরিপের উত্তরগুলোর বিশ্লেষণ, পাশাপাশি প্রকাশ্যে উপলব্ধ কোম্পানির নীতিমালার বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জরিপকৃত কোম্পানিগুলো এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক খসড়া ফলাফল পাঠায়। অ্যাডিডাস, এএসওএস, বেস্ট সেলার, ফাস্ট রিটেইলিং, ইন্ডিটেক্স, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, মরিসন্স, নেক্সট, প্রাইমার্ক, পিভিএইচ, অটো গ্রুপ, সেইনসবেরি এবং শেইন তাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। অ্যাকশন ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড কল্যাবোরেশন (ACT), ইথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ETI) এবং ইন্ডাস্ট্রি অল (IndustriALL) তাদের মন্তব্যসহ উত্তর প্রদান করে। প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার বিশদ বিবরণ প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশে অনর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সংযোজন ৩-এ প্রাসঙ্গিক অংশগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

ফাইন্ডিংস

বর্তমানে গার্মেন্ট শিল্প একটি ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক ব্যবসা, যা সারা বিশ্বে প্রায় ১০ কোটি মানুষকে কর্মসংস্থান দিচ্ছে, এবং এর অধিকাংশ শ্রমিকই নারী।[4] বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় (টেক্সটাইল শিল্পসহ) গার্মেন্ট শ্রমিকরা উৎপাদনশীল খাতে মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪০% জোগান দিচ্ছে। এই অঞ্চলে গার্মেন্ট শিল্পের গুরুত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।[5]

গার্মেন্ট শিল্প দীর্ঘদিন ধরে সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং ব্যবসায়িক মডেলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণা ("স্টিচড আপ: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার" রিপোর্টের লিঙ্ক) এবং শ্রম অধিকার সংগঠন, নারী সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নের কয়েক দশকের গবেষণার ফলাফল দেখায় যে, এই অঞ্চলের গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার পদ্ধতিগতভাবে অস্বীকৃত। অধিকাংশ শ্রমিকের জন্য শোষণমূলক কর্মপরিবেশ একটি সাধারণ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত ৩০ বছরে, যখন দক্ষিণ এশিয়ায় আউটসোর্সড গার্মেন্ট উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন থেকে এই অঞ্চলের শ্রমিকদের দারিদ্র্য মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের মতো সমস্যাগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখা যায়নি।[6]

শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ করার অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির মৌলিক অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন।[7] আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশনের (ICESCR) কমিটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, "ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, সংগঠনের স্বাধীনতা এবং ধর্মঘট করার অধিকার ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা, বজায় রাখা এবং রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।"[8]

আন্তর্জাতিক আইন এবং মানদণ্ড, যার মধ্যে জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কার্যক্রম, পণ্য বা পরিষেবার মাধ্যমে সৃষ্ট মানবাধিকার সম্পর্কিত প্রভাব মোকাবিলা ও প্রশমিত করতে হবে। এর মধ্যে এমন প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত, যা সরাসরি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের (যেমন সরবরাহকারী কারখানার) সঙ্গে

---

[3] ২১টি কোম্পানি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের আকার, ভৌগোলিক অবস্থান এবং পণ্যের পরিসরের ভিত্তিতে, যাতে "ফাস্ট ফ্যাশন", হাই স্ট্রিট ফ্যাশন, স্পোর্টসওয়্যার এবং গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়। কোম্পানিগুলোর পূর্ণ তালিকা এবং তাদের প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান নিম্নরূপ:অ্যাডিডাস (জার্মানি), অ্যামাজন ক্লোদিং (যুক্তরাষ্ট্র), এএসওএস (যুক্তরাজ্য), বেস্ট সেলার (ডেনমার্ক), বুহু (যুক্তরাজ্য), সি অ্যান্ড এ (বেলজিয়াম/নেদারল্যান্ডস), ডেসিগুয়াল (স্পেন), ফাস্ট রিটেইলিং (জাপান), গ্যাপ ইনক (যুক্তরাষ্ট্র), এইচ অ্যান্ড এম (সুইডেন), ইন্ডিটেক্স (স্পেন), মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার (যুক্তরাজ্য), মরিসন্স (যুক্তরাজ্য), নেক্সট (যুক্তরাজ্য), অটো গ্রুপ (জার্মানি), প্রাইমার্ক (যুক্তরাজ্য), পিভিএইচ (যুক্তরাষ্ট্র), সেইনসবেরি'স (যুক্তরাজ্য), শেইন (চীন), টেস্কো (যুক্তরাজ্য), এবং ওয়ালমার্ট (যুক্তরাষ্ট্র)

[4] আইএলও, "কীভাবে বৈশ্বিক গার্মেন্ট সরবরাহ শৃঙ্খলে লিঙ্গসমতা অর্জন করা যায়," মার্চ ২০২৩, https://webapps.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/discrimination/garment-gender#introduction

[5] অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ESCAP), "দক্ষিণ এশিয়ার টেক্সটাইল এবং গার্মেন্ট খাতে নতুন মূল্য শৃঙ্খল অনুসন্ধান: কোভিড-১৯ থেকে আরও ভালোভাবে পুনর্গঠন," ৩১ আগস্ট ২০২১, https://www.unescap.org/events/2021/exploring-new-value-chains-textile-and-garments-south-asia-building-back-better-covid.org

[6] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, "সেলাই করে বাঁধা: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার" (পূর্বে উল্লেখিত)

[7] জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত চুক্তি (ICCPR), ধারা ২২।

[8] আইসিইএসসিআর, ন্যায়সঙ্গত ও অনুকূল কর্মপরিবেশের অধিকার সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য ২৩ (২০১৬), প্যারাগ্রাফ ১; জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার কমিটি (সিইএসসিআর), সাধারণ মন্তব্য ১৮: কর্মের অধিকার, ২৪ নভেম্বর ২০০৫, প্যারাগ্রাফ ১২(সি)।

সংযুক্ত।[9] এই দায়িত্বের আওতায় উভয় পক্ষের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—যেমন নিয়োগকর্তারা (গার্মেন্ট কারখানা এবং গার্মেন্ট উৎপাদন ইউনিট বা সরবরাহকারী) এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো (ক্রেতা), বিশেষ করে ফ্যাশন কোম্পানিগুলো, যারা সরবরাহকারীদের মাধ্যমে উৎপাদন আউটসোর্স করে। তাদের দায়িত্ব হলো মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও প্রশমিত করা এবং এর প্রতিকার নিশ্চিত করা।[10]

সস্তা উৎপাদন এবং নিম্ন মজুরির সন্ধানে ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতারা একটি অত্যন্ত জটিল সরবরাহ শৃঙ্খলা তৈরি করেছে, যা বৈশ্বিক সোর্সিং কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত একাধিক স্থানে অস্থায়ী আউটসোর্সিং করা হয়, যেখানে নৈতিক সোর্সিংয়ের পরিবর্তে বাণিজ্যিক লাভ এবং মূল্যের বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।[11] এই মডেলটি ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের শ্রমিক এবং তাদের কর্মপরিবেশের দায়িত্ব আউটসোর্স করার সুযোগ তৈরি করেছে। এটি মূলত নিম্ন মজুরি এবং শ্রমনির্ভর উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল, যা দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্রীভূত, যেখানে মজুরি কম এবং নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি অত্যন্ত দুর্বল।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত সকল ফ্যাশন ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারই সরবরাহকারীদের জন্য আচরণবিধি, মানবাধিকার নীতি বা নীতিমালা ছিল, যা শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে। তবে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণায় দেখা গেছে যে এই নীতিমালাগুলো কারখানার স্তরে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষত, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রচার এবং সরবরাহকারী অবস্থান নির্ধারণে শ্রমিকদের এই অধিকার প্রয়োগের সক্ষমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি খুবই সীমিত। ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা সরবরাহকারী কারখানাগুলোর শ্রম পরিস্থিতি এবং সংগঠনের স্বাধীনতার বিষয়টি কারখানা নিরীক্ষার (সামাজিক নিরীক্ষা) মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করে। এই পর্যবেক্ষণে তারা সাধারণত তাদের নিজস্ব আচরণবিধি এবং নীতিমালাকে সরবরাহকারীদের পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় মান হিসেবে উল্লেখ বা ব্যবহার করে। তবে, কোম্পানিগুলোর এই আচরণবিধি, যা স্বেচ্ছায় নির্ধারিত এবং একটি অস্বচ্ছ ও ব্যবসা-নেতৃত্বাধীন সামাজিক নিরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত, সংগঠনের স্বাধীনতার দিকে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি আনতে পারেনি। বরং, এগুলো মূলত কোম্পানির জন্য নিয়ম মেনে চলা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর বেশি মনোযোগী বলে মনে হয়, যা একটি শোষণমূলক শিল্প কাঠামো পরিবর্তনের পরিবর্তে শুধুমাত্র কোম্পানির স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রীভূত।

স্বচ্ছতা

সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা মানবাধিকার সচেতনতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটি শ্রমিক ও স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর জন্য অপরিহার্য তথ্য সরবরাহ করে। এটি সঠিক ও সময়োপযোগী তথ্য প্রদান করে, যা থেকে জানা যায় কোন ব্র্যান্ড বা খুচরা বিক্রেতা কোন কারখানায় উৎপাদন করছে। এর মাধ্যমে সরবরাহ শৃঙ্খলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সমাধান করা এবং প্রতিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এই তথ্য ছাড়া, মানবাধিকার সংক্রান্ত দাবিগুলো পূরণে অনেক ব্র্যান্ডের দাবি প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

বর্তমানে গার্মেন্ট শিল্পে ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের সরবরাহকারীদের বিবরণ প্রকাশ করার জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নির্দেশনা নেই। যদিও অনেক বড় কোম্পানি নিয়মিতভাবে তাদের সরবরাহকারীদের তালিকা প্রকাশ করে, এটি এখনো স্বেচ্ছাচারী একটি প্রক্রিয়া, যার ওপর কোনো আনুষ্ঠানিক নজরদারি নেই। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোম্পানিগুলোর সরবরাহ শৃঙ্খলা সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্যের ক্ষেত্রে অনিয়মিত চর্চা এবং স্বচ্ছতার অভাব স্পষ্ট। তবে ইতিবাচক দিক হলো, এই প্রতিবেদনের জন্য জরিপকৃত কোম্পানিগুলোর মধ্যে ১৯টি কোম্পানি অন্তত তাদের প্রথম স্তরের সরবরাহকারীদের (চূড়ান্ত উৎপাদন ইউনিট) সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করে থাকে।

সরবরাহকারীদের তথ্য প্রকাশ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ হলেও, এই তালিকায় ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি এবং যৌথ দর কষাকষি চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা আরও জরুরি। এটি সংগঠনের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দাবিগুলো সমর্থন করার জন্য অপরিহার্য। তবে, জরিপকৃত কোম্পানিগুলোর মধ্যে মাত্র খুব অল্প কয়েকটি কোম্পানি এই তথ্য প্রকাশ্যে প্রদান করেছে।[12]

---

[9] জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR), ব্যবসা ও মানবাধিকারবিষয়ক নির্দেশক নীতিমালা: জাতিসংঘের "সুরক্ষা, সম্মান ও প্রতিকার" কাঠামো বাস্তবায়ন (জাতিসংঘের নির্দেশক নীতিমালা), ২০১১, নীতি ১৩

[10] জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতিমালা, নীতিমালা ১৫।

[11] ই. আরিগো, "ফাস্ট ফ্যাশন খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে বৈশ্বিক সোর্সিং: সোর্সিং লোকেশন এবং টেকসই উন্নয়নের বিবেচনা," ২০২০, সাসটেইনেবিলিটি, ভলিউম ১২, ইস্যু ২, পৃ. ৫০৮, https://doi.org/10.3390/su12020508

[12] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সরবরাহকারীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করেছে এবং অনলাইনে উপলব্ধ কোম্পানির সরবরাহকারীদের তালিকা পর্যালোচনা করেছে সেই ১৫টি ব্র্যান্ডের জন্য যারা জরিপে সাড়া দেয়নি বা সম্পূর্ণভাবে তা পূরণ করেনি। শুধুমাত্র এইচঅ্যান্ডএম (H&M), মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার (Marks and Spencer) এবং নেক্সট (Next) তাদের তালিকায় উল্লেখ করেছে যে সংশ্লিষ্ট কারখানায় কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা কর্মী কমিটি/পরিষদ আছে কি না। সেইনসবুরির (Sainsbury's) তালিকায় টিয়ার ১ (tier 1) কারখানাগুলোর তথ্য এবং ট্রেড ইউনিয়ন বা কমিটির অস্তিত্বের বিবরণ রয়েছে, তবে এটি এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে না।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জরিপকৃত ২১টি কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা কি তাদের উৎপাদন ইউনিট এবং প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাগুলোতে কার্যকর এবং/অথবা নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর তথ্য প্রকাশ্যে প্রদান করে। আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, আমরা জানতে চেয়েছিলাম তারা কি ট্রেড ইউনিয়ন এবং কারখানা-স্তরের শ্রমিক কমিটির[13] মধ্যে পার্থক্য করে, যা অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা ব্যবস্থাপনার দ্বারা মনোনীত ও পরিচালিত হয়। শ্রমিক কমিটিগুলোর প্রচারকে প্রায়ই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণত সীমিত ক্ষমতার অধিকারী এবং কারখানা ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে। এগুলোকে এমন একটি উপায় হিসেবেও দেখা যেতে পারে, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকৃত করে এমন দেশগুলো থেকে সোর্সিং করা ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা এখনও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ দাবি করতে সক্ষম হয়।[14]

ছয়টি ব্র্যান্ড—অ্যাডিডাস, এএসওএস, ফাস্ট রিটেইলিং, ইন্ডিটেক্স, অটো গ্রুপ এবং প্রাইমার্ক—যারা পূর্ণাঙ্গভাবে উত্তর দিয়েছে, জানিয়েছে যে তারা ট্রেড ইউনিয়ন এবং/অথবা শ্রমিক কমিটির অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করে। তবে, শুধুমাত্র ফাস্ট রিটেইলিং তাদের সরবরাহকারীদের তালিকায় প্রথম স্তরের (চূড়ান্ত গার্মেন্ট উৎপাদন ইউনিট) ট্রেড ইউনিয়নের তথ্য প্রকাশ্যে প্রদান করেছে। মার্চ ২০২৪-এ, ফাস্ট রিটেইলিং তাদের প্রকাশনার পরিধি বাড়িয়ে দ্বিতীয় স্তরের অংশীদারদের তালিকায় ফ্যাব্রিক মিলগুলোর ট্রেড ইউনিয়নের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে।[15] অ্যাডিডাস জানিয়েছে যে তারা প্রধান ক্রীড়া ইভেন্টের জন্য মনোনীত সকল সরবরাহকারীদের ইউনিয়ন স্ট্যাটাস প্রকাশ করে।[16]

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২১টি ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা কীভাবে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং/অথবা পাকিস্তানে তাদের সরবরাহকারীদের মধ্যে সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার সক্রিয়ভাবে প্রচার করে। এই প্রশ্নটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভস (MSIs), যেমন ইথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ বা অন্যান্য সংস্থা, এবং বৈশ্বিক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যেকোনো গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টের বাইরে তাদের প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে ছিল। যারা পূর্ণাঙ্গভাবে উত্তর দিয়েছিল, সেই ছয়টি ব্র্যান্ডের কেউই শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার সক্রিয়ভাবে প্রচার এবং উৎসাহ দেওয়ার নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার বিষয়ে বিস্তারিত প্রমাণ প্রদান করতে পারেনি। তাদের প্রচেষ্টা মূলত প্রশিক্ষণ এবং সরবরাহকারীদের আচরণবিধি প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং MSIs-এর সদস্যপদেও সীমিত ছিল। এই সদস্যপদগুলো সাধারণত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় স্পষ্ট, প্রকাশ্য এবং পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে না।[17]

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ২১টি ব্র্যান্ডকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তারা পছন্দনীয় সরবরাহকারীদের তালিকা নির্ধারণ এবং বজায় রাখার জন্য কী ধরনের মানদণ্ড ব্যবহার করে এবং সরবরাহকারী নির্বাচন করার সময় মানবাধিকার মেনে চলা বা এর বাইরে অতিরিক্ত উদ্যোগকে কতটা অগ্রাধিকার দেয়। বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের উত্তর সীমিত এবং অস্পষ্ট ছিল। কিছু ব্র্যান্ড, যেমন **ইন্ডিটেক্স**, **এএসওএস** এবং **অ্যাডিডাস**, তাদের সরবরাহকারী কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন প্রচারের গুরুত্ব কীভাবে বিবেচনা করে, তা বিস্তারিতভাবে জানালেও, কোনো ব্র্যান্ডই শ্রমিক কমিটির তুলনায় ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান করতে পারেনি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের খসড়া ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় **অ্যাডিডাস** জানিয়েছে যে, ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক কমিটি থাকা কারখানাগুলো মূল্যায়নে ভালো ফল করে, যা অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। **এএসওএস** স্পষ্ট করেছে যে, ট্রেড ইউনিয়ন বা কমিটির অনুপস্থিতি সামগ্রিক স্কোরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তবে এটি প্রয়োজনীয়ভাবে অডিটে পুরোপুরি নেতিবাচক স্কোরের কারণ হয় না। তারা আরও জানিয়েছে, "উচ্চ রেটিং শুধুমাত্র তখনই পাওয়া যায় যখন যৌথ দর কষাকষি চুক্তি কার্যকর থাকে, যা স্থানীয় আইনের শর্তগুলোকে ছাড়িয়ে যায়।"[18] ইন্ডিটেক্স জানিয়েছে যে, উচ্চ মানদণ্ড পূরণকারী কারখানাগুলোর ক্ষেত্রে "এমপ্লয়িজ কাউন্সিল (কর্মচারী পরিষদ) ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে পারে এবং সংগঠনের স্বাধীনতার অডিট স্কোর পূরণ করতে পারে।" এটি স্পষ্টভাবে কর্মচারী পরিষদের উপস্থিতি, যা প্রায়শই ব্যবস্থাপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্যকে বিভ্রান্ত করে।[19]

প্রভাব

আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর সরবরাহ শৃঙ্খলে চারটি দেশেই প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, **মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের** তালিকাভুক্ত ১৭২টি পোশাক সরবরাহকারীর মধ্যে মাত্র ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, যেখানে শ্রমিক

---

[13] যা শ্রমিক পরিষদ বা কল্যাণ কমিটি নামেও পরিচিত।

[14] মার্ক অ্যানার, "সিএসআর অংশগ্রহণ কমিটি, বিক্ষিপ্ত ধর্মঘট এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সোর্সিং চাপ," মার্চ ২০১৮, ব্রিটিশ জার্নাল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, পৃ. ৭৫–৯৮।

[15] অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের খসড়া ফলাফল উপস্থাপনার প্রতিক্রিয়ায়, ফাস্ট রিটেইলিং তাদের হালনাগাদ (মার্চ ২০২৪) সরবরাহকারী তালিকার একটি লিঙ্ক সরবরাহ করেছে: https://www.fastretailing.com/eng/sustainability/labor/list.html

[16] অ্যাডিডাস গ্রুপ, "সরবরাহকারী তালিকা," https://www.adidas-group.com/en/sustainability/transparency/supplier-listsup.com (ব্যবহারের তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। উদাহরণস্বরূপ, ইউইএফএ ইউরো কাপ ২০২৪-এর সরবরাহকারী তালিকায় পাকিস্তানের পাঁচটি কারখানার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, তবে প্রতিটিতে "কর্মচারীদের নির্বাচিত শ্রমিক প্রতিনিধি" রয়েছে।

[17] উদাহরণস্বরূপ, ইন্ডিটেক্স পাকিস্তানে পরিচালিত আইএলও বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম [Better Work Pakistan, https://betterwork.org/pakistan/our-programme/] এবং বাংলাদেশের ইটিআই-এর সামাজিক সংলাপ ও লিঙ্গভিত্তিক প্রোগ্রামের সঙ্গে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে। প্রোগ্রামটি লিঙ্গ হয়রানি মোকাবিলায় মনোযোগ দেয়, তবে ট্রেড ইউনিয়নের উন্নয়নের দিকে নয়। ইন্ডিটেক্স, *ওয়ার্কারস অ্যাট দ্য সেন্টার ২০২২*, https://www.inditex.com/itxcomweb/api/media/9235c592-7d6c-4878-b891-36134c402e57/Workers+at+the+Centre+2022.pdf?t=1685097514063, পৃ. ৩।

[18] এছাড়াও, এএসওএস জানিয়েছে যে তাদের সরবরাহকারীদের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্যের মূল্যায়ন সামগ্রিক অডিট স্কোরে ইতিবাচক অবদান রাখে। এটি উত্তরগুলোর মধ্যে একটি বিরল উদাহরণ, যেখানে কারখানার মূল্যায়নে কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

[19] পরিশিষ্ট ৩ দেখুন।

কমিটির সংখ্যা ছিল ১৬৭টি।[20] ভারতের বা পাকিস্তানের কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। **ফাস্ট রিটেইলিং**-এর সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা (সেপ্টেম্বর ২০২৪) অনুসারে, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে অবস্থিত প্রথম স্তরের ৫৬টি গার্মেন্ট এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে (শ্রীলঙ্কায় কোনো উৎপাদন অংশীদার নেই), মোট ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল: বাংলাদেশের ৩২টি কারখানার মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন, ভারতের ২৩টি কারখানার মধ্যে ২টি ইউনিয়ন, এবং পাকিস্তানের একমাত্র কারখানায় কোনো ইউনিয়ন ছিল না। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর সরবরাহ শৃঙ্খলে চারটি দেশেই প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসারের তালিকাভুক্ত ১৭২টি পোশাক সরবরাহকারীর মধ্যে মাত্র ৫টিতে ট্রেড ইউনিয়ন ছিল, যেখানে শ্রমিক কমিটির সংখ্যা ছিল ১৬৭টি। ভারতের বা পাকিস্তানের কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ফাস্ট রিটেইলিং-এর সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা (সেপ্টেম্বর ২০২৪) অনুযায়ী, বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে অবস্থিত প্রথম স্তরের ৫৬টি গার্মেন্ট ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে মোট ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৩৪টি কারখানার মধ্যে ৩টি ইউনিয়ন, ভারতের ২৩টি কারখানার মধ্যে ২টি ইউনিয়ন ছিল, এবং পাকিস্তানের একমাত্র কারখানায় কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। শ্রীলঙ্কায় ফাস্ট রিটেইলিং-এর কোনো উৎপাদন অংশীদার নেই।[21]

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এইচঅ্যান্ডএম-এর সরবরাহকারীদের তালিকায় ১,০৮৭টি এন্ট্রি রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় ১৪৫টি কারখানা অন্তর্ভুক্ত (প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরসহ, পাশাপাশি কয়েকটি এক্সেসরিজ ও হোমওয়্যার কারখানা)। এসব কারখানার মধ্যে মাত্র ২৯টিতে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। পাকিস্তানের ৩১টি কারখানার মধ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, আর ভারতের ৯৩টি কারখানার মধ্যে ৮টিতে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় কোনো সরবরাহকারী তালিকাভুক্ত করা হয়নি।[22] নেক্সট-এর ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে ১৬৭টি পোশাক কারখানার মধ্যে ২৩টি ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, যেখানে শ্রমিক কমিটির সংখ্যা ১৩৪টি। ভারতে ১৫০টি পোশাক কারখানার মধ্যে মাত্র ১টি ট্রেড ইউনিয়ন (এবং ৮টি শ্রমিক কমিটি) রয়েছে। পাকিস্তানে ৩০টি পোশাক কারখানার মধ্যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, তবে ২৯টি শ্রমিক কমিটি রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় ৪৩টি পোশাক কারখানার মধ্যে ৩টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং ২৬টি শ্রমিক কমিটি রয়েছে। অন্যান্য ব্র্যান্ড এই তথ্য বা তাদের সরবরাহকারীদের তালিকায় এমন বিশদ তথ্য সরবরাহ করেনি।

উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার লঙ্ঘন, সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার, এবং ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিবেশের অভাবের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবুও, ফ্যাশন কোম্পানিগুলো এসব লঙ্ঘন, দারিদ্র্য মজুরির প্রভাব, এবং শিল্পের নিজস্ব ব্যবসায়িক মডেল ও ক্রয় চর্চার নেতিবাচক প্রভাব যথাযথভাবে স্বীকার বা সমাধান না করেই সরবরাহ চালিয়ে যাচ্ছে। লাভের অনুসন্ধান এবং সরবরাহ শৃঙ্খলা সম্প্রসারণের মাধ্যমে, ফ্যাশন কোম্পানিগুলো এমন দমনমূলক সরকারগুলোর সহযোগী হয়ে ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে, যারা শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকার করে। কারণ, এই কোম্পানিগুলো বিশ্বের যেকোনো বা সব দেশে সোর্সিং করতে ইচ্ছুক।

ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর নিজস্ব আচরণবিধি এবং টিক-বক্স নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা তাদের শ্রমিকদের জন্য ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। এটি রাষ্ট্র এবং নিয়োগকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা ও সহিংসতার মুখে সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি কোনো বিশ্বাসযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই সমস্যাগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে চলমান মানবাধিকার সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা কোম্পানিগুলোর দায়িত্ব। এই দেশগুলো থেকে সোর্সিং করা কোম্পানিগুলোর জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ এবং কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং আমাদের পোশাকগুলো কোথায় তৈরি হয় তার তথ্যের স্বচ্ছতার অভাবে জনসাধারণের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়েছে। নিরীক্ষার ভূমিকা এবং অ-বাধ্যতামূলক কোম্পানির আচরণবিধি দুর্ভাগ্যবশত সংগঠনের স্বাধীনতার পথে বাধাগুলোকে আরও আড়াল করেছে এবং যেসব রাষ্ট্র শ্রমিকদের মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করে, সেসব স্থানে আইনগত পরিবর্তনের অভাবকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে। গার্মেন্ট শিল্পের এই মডেলটি সরকার এবং ব্র্যান্ড উভয়ের জন্য কম খরচে মুনাফা অর্জনের সুযোগ তৈরি করেছে। এর ফলে প্রধানত নারী শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে, যারা তাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তোলার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

আন্তর্জাতিক আইন ও মানদণ্ড, যার মধ্যে জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতিমালাও অন্তর্ভুক্ত, ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর জন্য তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলজুড়ে মানবাধিকার প্রভাব মোকাবিলা করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।[23] তবে, বেশিরভাগ রাষ্ট্রে এমন বাধ্যতামূলক আইন নেই যা কোম্পানিগুলোকে মানবাধিকার সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য করে। এই আইনি শূন্যতার কারণে বড় বড় কোম্পানিগুলোর সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে, এবং তা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ খুবই কম নেওয়া হয়েছে।

---

[20] মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, ইন্টারএকটিভ সরবরাহকারী মানচিত্র, https://corporate.marksandspencer.com/sustainability/interactive-supplier-map

[21] ফাস্ট রিটেইলিং এটি জানিয়েছে যে তাদের বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানে অবস্থিত ৫৬টি প্রথম স্তরের গার্মেন্ট এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মধ্যে ৭% এই তালিকায় পড়ে (শ্রীলঙ্কায় কোনো উৎপাদন অংশীদার নেই), https://www.fastretailing.com/jp/sustainability/labor/excel/FRGarmentProcessingFtyList.xlsx

[22] এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপ, "সরবরাহ শৃঙ্খল", https://hmgroup.com/sustainability/leading-the-change/transparency/supply-chain/

[23] জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার নির্দেশিকা নীতিমালা: "প্রটেক্ট, রেসপেক্ট এবং রেমেডি" কাঠামো বাস্তবায়ন, https://www.ohchr.org/en/publications/reference-publications/guiding-principles-business-and-human-rights

ক্রয় চর্চা, যেমন অনিশ্চিত অর্ডার, কম দাম এবং সরবরাহকারীদের ওপর সময়ের চাপ, শ্রমিকদের ওপর স্পষ্টভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি শ্রমিকদের জন্য অনিশ্চয়তা ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, নিম্ন মজুরি এবং অতিরিক্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রাকে উৎসাহিত করে। এছাড়াও, উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উৎপাদন এমন দেশগুলোতে পরিচালিত হয়, যেখানে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং বৈষম্যের উচ্চ মাত্রা বিদ্যমান। ফলে ব্র্যান্ডগুলোকে ক্রয় চর্চার মাধ্যমে ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিবেশ তৈরির অগ্রগতিতে মনোযোগ দিতে হবে। কোম্পানিগুলোকে বিশেষত নারীদের অভিযোগ তোলার চ্যালেঞ্জগুলো স্বীকার করতে হবে এবং সরবরাহ শৃঙ্খলজুড়ে নারীদের বিরুদ্ধে বয়স, গ্রামীণ অভিবাসন, বর্ণ ও বংশগত বৈষম্য এবং ভাষাগত বৈষম্যের মতো আন্তঃসম্পর্কিত বৈষম্য দূর করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।[24]

স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদী সংলাপ বজায় রাখার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলো কারখানার স্তরের পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রিত (যাকে প্রায়ই 'ইয়েলো ইউনিয়ন' বলা হয়) এবং প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য বোঝে। স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করলে দর-কষাকষি, প্রয়োগযোগ্য বাধ্যতামূলক যৌথ চুক্তি এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি বা ইউনিয়নবিরোধী আইন সংস্কারের মতো বৃহত্তর ইস্যুতে অগ্রগতিতে সহায়তা করবে।

কোম্পানিগুলোর উচিত গ্লোবাল ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টে প্রবেশ করার কথা বিবেচনা করা। এই চুক্তিগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমাবদ্ধ এবং প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, যা সরবরাহ শৃঙ্খলে সংগঠনের স্বাধীনতা উন্নয়ন এবং নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাস্তব অগ্রগতি প্রদর্শন করে।

আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, ব্র্যান্ডগুলোর এমন সোর্সিং কৌশল বাস্তবায়ন করা উচিত যা শ্রমিকদের প্রকৃত অংশগ্রহণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহিত করে। কিছু ব্র্যান্ডের জন্য এটি হয়তো এমন কারখানার সঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতে পারে, যা উৎপাদন এলাকার বাইরে বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত, যেখানে ট্রেড ইউনিয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পাশাপাশি, সরবরাহকারী কারখানা এবং তার শ্রমিকদের স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ব্র্যান্ডগুলোর এমন রাষ্ট্র এবং সরবরাহকারীদের উৎসাহিত করা উচিত, যারা সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিয়োগকর্তার প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা এবং স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ও ইয়েলো ইউনিয়ন বা শ্রমিক কাউন্সিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা অত্যন্ত জরুরি। যেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সেখানে শ্রমিক সংগঠনের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। এটি স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে জড়িত থাকার মাধ্যমে এবং সরবরাহকারীদের বোঝানোর মাধ্যমে করা যেতে পারে যে ব্র্যান্ড প্রকৃতপক্ষে কারখানায় শ্রমিক সংগঠনের পক্ষে। এটি এমন সরবরাহকারীদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী এবং নিয়মিত অর্ডারের নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে, যাদের কার্যকর স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ইউনিয়নের দাবি নিয়ে আলোচনা এবং তা বাস্তবায়নের সময় এই সম্পর্ক বজায় রাখা। অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত সরবরাহ চুক্তি সরবরাহকারীদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থন দেওয়ার অনুপ্রেরণা কমিয়ে দেয়।

জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে ব্র্যান্ডগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক ডিউ ডিলিজেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে কোম্পানিগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার শ্রমিকদের জন্য কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক স্তরের ডিউ ডিলিজেন্স বিধিমালায় কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেখানে শ্রমিক এবং তাদের প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে, সকল কোম্পানিকে স্বচ্ছতা বাড়ানো এবং রিপোর্টিংয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়াও, এসব বিধিমালায় অমান্য করার ক্ষেত্রে কঠোর আইনগত ও আর্থিক শাস্তির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

যেহেতু ব্র্যান্ডগুলোর মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া আইন প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়ায়, যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে, বিকাশ লাভ করছে, এটি স্পষ্ট হওয়া জরুরি যে এই ডিউ ডিলিজেন্সের লক্ষ্য কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘনগুলোকে মূল্যায়নের ঝুঁকিতে পরিণত করা নয়–বরং এই সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধান করা। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অধিকার এবং সংগঠনের স্বাধীনতা নিয়ে কথোপকথনকে এমন একটি স্তরে নিয়ে যাওয়া, যা শ্রমিকদের ক্ষমতায়িত করে এবং ব্র্যান্ড ও খুচরা বিক্রেতাদের পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলোকে কার্যকর পরিবর্তনের পথে পরিচালিত করে।[25] ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির অগ্রগতির তথ্য প্রকাশ করা এবং মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভগুলোকে তাদের সদস্যদের জবাবদিহির আওতায় রাখতে উৎসাহিত করা।

এই ব্রিফিংয়ে ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

সংগঠনের স্বাধীনতা:

- কর্মস্থলের শর্ত উন্নত করার চেষ্টা করা, নির্যাতনের প্রতিবেদন করা বা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেওয়া শ্রমিক ও সম্প্রদায়ের সদস্যদের যেকোনো চাপ বা প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নিন।
- স্বাধীন স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে কাজ করে সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একটি সক্রিয় এবং জনসম্মুখে কৌশল তৈরি ও বাস্তবায়ন করুন, যা শ্রমিক সংগঠনকে কার্যকরভাবে শক্তিশালী করে।

---

[24] ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইন, পোশাক শিল্পে বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি আন্তঃসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ করা, জুন ২০২২। https://cleanclothes.org/file-repository/an-intersectional-approach-challenging-discrimination-in-the-garment-industry_lbl_dci-wpc-paper-final.pdf/view

[25] টি. ব্রিজেস এবং অন্যান্যরা, "পোশাক শ্রমিকদের অধিকার এবং ফ্যাশন শিল্পের কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রতিক্রিয়া", ২০২০, ডায়ালগস ইন হিউম্যান জিওগ্রাফি, খণ্ড ১০, সংখ্যা ২, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৮।

- এমন একটি নৈতিক সোর্সিং কৌশল গড়ে তুলুন যা সংগঠনের স্বাধীনতাকে উৎসাহিত করে, এর অস্বীকৃতিকে শাস্তি দেয়, ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিষিদ্ধ করে এবং এমন স্থানে সোর্সিং পুনর্বিবেচনা করে যেখানে শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার অস্বীকার করা হয়।
- সংগঠনের স্বাধীনতার বিষয়ে নীতিমালা, কাগজে প্রতিশ্রুতি এবং আচরণবিধিগুলো বাস্তবায়ন করুন এবং নির্ধারিত সময়সীমার মাধ্যমে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ করুন।
- সরবরাহকারীদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থন করুন এবং নিশ্চিত করুন যে শ্রমিক কমিটি ও কাউন্সিলগুলো শ্রমিক সংগঠনের জন্য বাধা বা বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।
- আইএলও-র সমর্থনে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকর্ডের মতো ট্রেড ইউনিয়ন এবং সরবরাহকারীদের সঙ্গে আইনিভাবে বাধ্যতামূলক এবং প্রয়োগযোগ্য চুক্তি করুন। গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টের মতো চুক্তি নিশ্চিত করুন, যেখানে অগ্রগতি কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়।
- অন্যান্য ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কাজ করে সরবরাহকারীদের মধ্যে এবং বিভিন্ন দেশে চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে ভাগাভাগি সরবরাহকারীদের মধ্যে সংগঠনের স্বাধীনতা প্রচার করা যায়।
- সরবরাহকারীদের, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করে নিশ্চিত করুন যে নারী শ্রমিক এবং প্রতিনিধিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং সামাজিক সংলাপে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে।
- কর্মক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সমর্থন করুন, তাদের প্রকৃত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন এবং তাদের কাজের প্রকাশ্য সমর্থন প্রদান করুন। এছাড়াও, লিঙ্গ এবং জাতি ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করুন।

ডিউ ডিলিজেন্স এবং মানবাধিকার:

- মানবাধিকার সম্মানের প্রতি প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন এবং কোম্পানির কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এর মধ্যে রয়েছে লঙ্ঘন প্রতিরোধ, প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করা এবং সরবরাহকারীদের মূল্যায়ন, যাতে শ্রমিকরা তাদের পছন্দমতো ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা যোগদানের বাধাগুলো চিহ্নিত করতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা তাতে যোগদানের অধিকার এবং যৌথ দর কষাকষির বিষয়ে কার্যকর মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স পরিচালনা করুন। এর আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন, স্বাধীন শ্রমিক সংগঠন এবং নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করুন।

- অপারেশনাল প্রথা এবং নীতিমালা পর্যালোচনা করুন, যাতে কোম্পানি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কাজ না করে বা এর সহায়ক না হয়। নিশ্চিত করুন যে সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান কোম্পানির প্রতিটি স্তরে সংহত এবং অভ্যন্তরীণ কমিটিগুলোর মাধ্যমে সোর্সিং সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।

- যেখানে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দর কষাকষির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করুন।

নিরীক্ষা এবং স্বচ্ছতা:

- নিরীক্ষার প্রতিবেদন এবং পরিমাপযোগ্য মানবাধিকার লক্ষ্য প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিন। এর মধ্যে সরবরাহকারী কারখানার নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করুন। পাশাপাশি মজুরি, লিঙ্গ, ট্রেড ইউনিয়ন, যৌথ দর কষাকষি চুক্তি, শ্রমিক কমিটি এবং মূল্য শৃঙ্খলার সমস্ত স্তরের পৃথককৃত তথ্য প্রকাশ করুন।

- সমস্ত নিরীক্ষার ফলাফল শ্রমিক এবং জাতীয় শ্রম পরিদর্শকদের জন্য প্রকাশ করুন এবং সহজলভ্য করে তুলুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, নির্ধারিত সময়সীমার সংশোধনী পরিকল্পনা এবং সরবরাহকারীদের প্রতি ব্র্যান্ডের সমর্থনের বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।

- নিয়মিতভাবে নিরীক্ষার পদ্ধতিগুলো পর্যালোচনা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে নিরীক্ষার পদ্ধতিগুলো লিঙ্গ-সংবেদনশীল। এটি অন্যান্য চলমান উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে পরিচালিত হয়, যার মধ্যে কার্যকর, প্রয়োগযোগ্য এবং স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সক্রিয় কৌশল এবং স্থানীয় স্টেকহোল্ডার, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক গোষ্ঠী এবং নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী সম্পৃক্ততা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফ্যাশন দ্বারা পরিত্যক্ত:

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলোর জরুরি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা

এই ব্রিফিংটি জাতিসংঘের "প্রটেক্ট, রেসপেক্ট অ্যান্ড রেমেডি" কাঠামো (UN Guiding Principles) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর দায়িত্ব তুলে ধরে। এতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কীভাবে ফ্যাশন কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সংগঠনের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও কারখানা নিয়োগকর্তাদের ব্যর্থতাকে আরও জটিল করে তোলে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এই ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় সরবরাহ শৃঙ্খলে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর প্রচেষ্টার ঘাটতি এবং উন্নতির সুযোগগুলো বিশ্লেষণ করেছে। আমরা দেখিয়েছি যে শিল্পের জটিল সরবরাহ শৃঙ্খলা এবং বেসরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান মডেল কীভাবে দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ তৈরি করে এবং প্রধানত নারী শ্রমিকদের শ্রমকে অবমূল্যায়ন করে।এই মডেলটি এমন একটি শোষণমূলক ব্যবসায়িক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করছে, যা ফ্যাশন কোম্পানিগুলোর মূল থেকে সমাধান করা জরুরি। আমরা সুপারিশ করেছি যে এই কোম্পানিগুলো কীভাবে তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা প্রচারে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ব্রিফিংটি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের "স্টিচড আপ: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার গার্মেন্ট শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা অস্বীকার" প্রতিবেদনটির সঙ্গে মিল রেখে পড়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং রাষ্ট্র ও নিয়োগকর্তাদের (সরবরাহকারী কারখানার) ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক নম্বর: এএসএ ০৪/৮৯৩০/২০২৫
নভেম্বর ২০২৫
মূল ভাষা: ইংরেজি

amnesty.org

AMNESTY INTERNATIONAL